দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAR. 3 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

47

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে ঢাঃ বিঃ-এর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের একজন পরীক্ষার্থীর রোল নং ঢাঃ বিঃ পরিদর্শক দল কর্তৃক নোট করে নিয়ে আসার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ পরীক্ষার্থী দলবলসহ বাসস্ট্যান্ডে ঐ পরিদর্শকদলের উপর হামলা চালায়; কারণ পরিদর্শক দল পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ঐ ছাত্রকে নকল করতে দেখেন এবং তার রোল নং টুকে নিয়ে আসেন। এটা তাদের নিয়মমাফিক কর্তব্য ও দায়িত্ব। ঐ নকলধারী ছাত্রের পরিদর্শক দলের উপর হামলা চালানো গুরুতর অন্যায় ও বেআইনী। এর কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু তার পূর্বে উক্ত অপরাধীকে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে শনাক্ত করতে হবে। যে পরীক্ষার্থী পরিদর্শক শিক্ষকের উপর হামলা করে সে নিশ্চয়ই সাধারণ ছাত্র নয়। সে গুণ্ডা অথবা ক্যাডার হতে পারে। তাকে প্রতিরোধ করা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অসম্ভব। এমনকি কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হিমসিম খান। তাই বলে ঐ ছাত্রের অপরাধের খেসারত সমস্ত কলেজের ছাত্রকে দিতে হবে এটা কোন সভ্য দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। মুক্তিচিন্তা ও মত প্রকাশের এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ যদি একনায়ক ফ্যাসিষ্ট শাসকের মতো আচরণ করেন তা কখনো কোন জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক নয়। কিছুদিন পূর্বে ঢাঃ বিঃ-এর একজন শিক্ষকের যৌন নিপীড়ন ঘটনা সমস্ত দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং ঢাঃ বি-এর সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অপরাধী শিক্ষকদের গুণ্ডাবাহিনী কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়েছে। এর কোন উপযুক্ত বিচার আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই শিক্ষকের অপরাধের জন্য কি সকল শিক্ষকের চাকরি গেছে। এটা আমার প্রশ্ন। তাই ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্রের জন্য কেন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রছাত্রীকে খেসারত দিতে হবে। আমি জগন্নাথ কলেজ থেকে মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা সমাপ্ত করার পর মৌখিক পরীক্ষা কমিটিতে ঢাঃ বিঃ-এর একজন সদস্য ছিলেন। তিনি মৌখিক পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাদের ভুলের জন্য আমাদের মাস্টার্স ডিগ্রি হারাতে হয়। এর জন্য আমি ঢাঃ বিঃ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিত বিচার দাবি করে আজ পর্যন্ত কোন উত্তর পাইনি। আমার এই প্রতিবেদন লেখার উদ্দেশ্য হলো সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত কঠোর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে কারো প্রতি কেহ সম্মান প্রদর্শন করবে না। যদি মানুষের প্রতি মানুষের মমতা, শ্রদ্ধা ও ন্যায়নীতি-বিবেক-বুদ্ধি না থাকে তবে তাকে মানুষ না বলে পশু হিসেবে আখ্যায়িত করা অপরাধ হবে না। সবশেষে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার কিছু পংক্তি উল্লেখ করে আমার লেখা শেষ করছি। 'রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি'।

আব্বাস উদ্দিন আহমদ
ধোপাদিঘির দক্ষিণ পাড়
পোঃ+ জেঃ- সিলেট-৩১০০।